ওয়াটার, লাভ, ল্যাঙ্গুয়েজ! ফ্রেগমেন্টস অফ আইডেনটিটি

বাংলাদেশের নাগরিক বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকুক, মন পড়ে থাকে দেশের মাটিতে। হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে থাকে বাংলাদেশের জন্য মমত্ব বোধ যা ভাষায় ফুটে ওঠে কাজের মাধ্যমে। এমনই এক মমত্ব বোধ আর ভালোবাসার গল্প নিয়ে মনিকা জাহান বোসের চিত্র প্রদর্শনী ওয়াটার লাভ ল্যাঙ্গুয়েজ : ফ্রেগমেন্টস অফ আইডেনটিটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্যারিসের গ্যালারি মেডিয়ার্ট-এ। ৯ দিনব্যাপী এই একক প্রদর্শনী শুরু হবে ২৪ জানুয়ারি। চলবে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এই উপলক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ২৫ জানুয়ারি। বিকেলে গ্যালারি মেডিয়ার্ট (Mediart)। এটিই শিল্পী মনিকা জাহান বোসের প্যারিসে প্রথম প্রদর্শনী। প্রদর্শনীতে শিল্পীর ২৪টির বেশি চিত্রকর্ম রয়েছে। যে ছবিগুলোর বিষয় নির্বাচন, রঙের ব্যবহার, ছবি উপস্থাপনার চিন্তাশৈলীতে তার জন্মভূমি বাংলাদেশ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তার কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা ফুটে উঠেছে। প্রদর্শনীতে ব্যবহৃত ছবিগুলো বর্ণনামূলক। প্রতিটি ছবিতে রয়েছে তার সামাজিক, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বর্ণনা। শিল্পী মনিকা তার ছবিতে নারীদের জন্য পরামর্শ, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং বিশ্বায়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছে। তার চিত্রকর্মে মাতৃভাষা বাংলার কিছু কিছু শব্দ ব্যবহার করেছে। যা তার মাতৃভাষার প্রতি মমত্ব বোধকে ফুটিয়ে তুলেছে। তার অনেক চিত্রকর্মে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের সামাজিক ব্যবস্থা ও শিল্পকর্মের রূপ ফুটে উঠেছে এবং মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন তৈরি করে What is home বা আমাদের মূল ঠিকানা কোথায়? তার চিত্রকর্মের বিষয়গুলো চ্যালেঞ্জিং। বিশ্বায়নের অগ্রগতিকে তার চিন্তা-ভাবনা প্রতিনিয়ত এগিয়ে নিয়ে যায়। ছবিতে তার রঙ ভাষা, ছবির কম্পোজিশনে সবখানেই রয়েছে ভিন্নমাত্রার ছোঁয়া রয়েছে স্বদেশের প্রতি মমত্ব বোধ। তার প্রতিটি কাজ যেন কথা বলে এই বিশ্বের মানবতার পক্ষে। শিল্পী মনিকা জাহান বোস বর্তমানে ইংল্যান্ডে থাকেন। জন্মগ্রহণ করেন লন্ডনে। তিনি বাঙালি বাবা-মায়ের সন্তান। তাদের কর্মসূত্রে ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, আমেরিকা এবং জাপানে থেকেছেন। বিভিন্ন দেশে থাকার কারণে এবং সেখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় তার চিন্তা-ভাবনায় বহুমুখিতা লক্ষ্য করা যায়। তিনি বাঙালি মুসলিম ও হিন্দু দুই ধর্মের সংস্পর্শ পান বাবা-মায়ের কাছ থেকে। নিজের কর্মজীবনে তিনি প্যারিসে কাটান। সেখানে তিনি আইন ও চিত্রকর্ম বিষয়ে ডিগ্রি নেন। ভারত বাংলাদেশ বিভক্তি, পাকিস্তানে বাংলা ভাষার অবমাননা এবং বাবা-মায়ের বাংলা ভাষার পক্ষের লড়াই তার চিন্তায় মানুষ নিয়ে নতুন করে ভাবার প্রেরণা জোগায়। স্বাধীন বাংলাদেশে মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি 'বাংলাদেশে নারী অধিকার বিষয়ক র‍্যালি' শীর্ষক চিত্র এঁকে প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার অর্জন করেন, সেই থেকে তার পথচলা থেমে নেই। তিনি নারী নির্যাতন, অভিবাসী নারীর অধিকার, নারী শিক্ষা নিয়ে কাজ করছেন। নারী অধিকার, নারী অভিবাসন, শিক্ষা, নারী জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কাজ করে এমন একটি নন-প্রফিট অর্গানাইজেশনের বোর্ড অফ ডিরেক্টর নির্বাচিত হয়েছেন। পেশাগত জীবনে তিনি একজন আইনজীবী এবং প্রতিনিয়ত নারীদের জন্য কাজ করছেন। প্যারিসে তার এই প্রদর্শনী যে কোনো শিল্পপিয়াসী মানবতাবাদী মানুষকে নাড়া দিয়ে যাবে এটাই তার বিশ্বাস। যে কেউ শিল্পীর প্রদর্শনীর চিত্র দেখতে চাইলে তার নিজস্ব ওয়েব সাইট ঘুরে আসতে পারেন।

www.monicajahanbose.com ● অনন্যা প্রতিবেদক